41

দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 OCT 1995
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ডাইনিং হলে খাবারের মান অনুন্নত অপরিচ্ছন্ন

ঢাকা ভার্সিটির আবাসিক ছাত্রছাত্রীর ২৬.৮ ভাগ পেটের পীড়ায় ভুগছে

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ২৬ দশমিক ৮ ভাগ বিভিন্ন ধরনের পেটের পীড়া অথবা জটিল রোগে ভুগছেন। এর মধ্যে ছাত্রীদের হার ৯ দশমিক ৭ ভাগ। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের এক জরিপ রিপোর্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টার এবং ফার্মেসী বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এইসব রোগের অন্যতম কারণ অনিয়মিত খাবার, স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাব, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ গ্রহণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হলে আবাসিকভাবে প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৬ হাজার ৪শ'।

আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অধিক হারে পেটের পীড়া হবার অন্যতম কারণ হিসাবে পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের জরিপ রিপোর্ট বলছে, খাবারের মান নিম্ন মানের। এই জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী একজন (যুবক) ছাত্রের যা খাওয়া উচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ডাইনিং ক্যান্টিনগুলোতে তা অনুপস্থিত। হলের ডাইনিং ক্যান্টিনের খাবারে কলেস্টরেলের পরিমাণ বেশী থাকে এবং অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার জন্য রোগজীবাণু খাবারের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের দেহে প্রবেশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ বলছে এই জটিল রোগের জন্য ছাত্রছাত্রীরাও কম-বেশী দায়ী। একজন ছাত্রের যেভাবে নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেয়া প্রয়োজন, দেখা যায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সে বিষয়ে খুবই উদাসীন থাকেন। ফার্মেসী বিভাগ এ

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ## ঢাকা ভার্সিটির আবাসিক ছাত্রছাত্রীর ২৬.৮ ভাগ

ক্ষেত্রে আরও বলছে, অধিক হারে ছাত্রদের ধুমপান, চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ গ্রহণ, যেমন প্যারাসিটামল, এন্টাসিড, হিস্টাসিনসহ আরও কিছু তরল এবং ট্যাবলেট ছাত্র-ছাত্রীরা বাজার থেকে কিনে সেবন করেন। ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ সেবনে ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারের চেয়ে অপকারের দিকটিই বেশী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারের আউটডোর রেজিস্ট্রার খাতা এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এই এক সপ্তাহে ছাত্রছাত্রী রোগী এসেছে ২২৫ জন। এর মধ্যে জন্ডিস ৭ জন, গ্যাস্ট্রিক ও আলসার ৭৩ জন, অন্যান্য পেটের পীড়া ২১ জন, চুলকানিসহ অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগী ১১ জন, বাকীরা বিভিন্ন ধরনের গোপন ও জটিল রোগের জন্য এসেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারের এসব রোগীর অধিকাংশকে রেফার করা হয় পিজি হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ অন্যান্য স্থানে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আমজাদ হোসেন ছাত্রছাত্রীদের এই জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টিকে পুষ্টিহীনতা বলে দেখেন। তিনি বলেন, চাহিদা অনুযায়ী অনেক ছাত্রছাত্রী সুষম খাবার পায় না। এছাড়া বাজারের ভেজাল মসলা, অতিরিক্ত তেলের রান্নায় ছাত্রছাত্রীরা রোগে আক্রান্ত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

এসব রোগের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ, পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগ খাবারের মানের উন্নতি সাধন এবং ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের স্বার্থের প্রতি নজর দেয়ার প্রতিও জোর দিয়েছেন।